সংবাদ

তারিখ ... 2 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

পাঠাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় পিছিয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

প্রয়োজন সমন্বিত পরিকল্পনার

সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অন্যতম কাজ বেসরকারি পাঠাগারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করা। তবে রাজধানী ঢাকার পাঠাগারগুলোর জন্য, সরকারি প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ঠিকমতো সহায়তা মিলছে না। প্রথমত অনুদানের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। গত আট মাসে ঢাকার অন্তত ৩৫টি পাঠাগার ঘুরে দেখা গেছে, বেশিরভাগই নাজুক অবস্থায়। গুটিকয়েক পাঠাগার কিছুটা মজবুত অবস্থানে আছে। তবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বলছে, সরকারি অনুদান প্রদানের যে নীতি, তা মেনেই তাদের পক্ষে যত দূর সম্ভব পাঠাগার উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি দপ্তর। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কাজের মধ্যে রয়েছে, 'বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে আর্থিক অনুদান ও বই প্রদান করা। তবে গ্রন্থকেন্দ্র থেকে অনুদান হিসেবে যে বইগুলো দেয়া হচ্ছে, তা নিয়ে অনেক পাঠাগারের আপত্তি রয়েছে। তারা বলছেন, কিছু বই পাঠকরা ধরতেই চায় না। বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রায়ই রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পায়। প্রয়োজনীয় ও জনপ্রিয় লেখকদের বই পাঠাগারে দেয়া হয় না। গ্রন্থকেন্দ্রের অনুদানের বিষয়েও রয়েছে অনেক অভিযোগ। অনুদানের চেক তুলতে হয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে। পাঠাগার-সংগঠকদের সেখানে এতটাই দুর্ভোগ পোহাতে হয় যে, বিরক্ত হয়ে অনেকে আবেদনই করেন না। অনেক সময় চেক হাতে পেতে পেতে চেকের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। তখন মেয়াদ বাড়াতে আবার নতুন করে হয়রানির স্বীকার হতে হয়। এখানে প্রশ্ন হলো, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমেই যদি সরকারি অনুদান দেয়া হয় তবে সেখানে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে কেন চেক নিতে হবে? চেক প্রদানের কাজটি কি গ্রন্থকেন্দ্র নিজেই করতে পারে না, নাকি তাকে করতে দেয়া হয় না। পাঠাগার উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ পেতে যদি হয়রানিতেই পড়তে হয় তবে সে বরাদ্দ দিয়ে কতটুকু উন্নয়ন হবে সেটাও আরেকটি প্রশ্ন।

পাঠাগার-সংগঠকদের হয়রানি বন্ধে অনুদানের বিষয়টি 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের' আওতায় আনা দরকার। গ্রন্থাগার পরিদর্শন, আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, অনুদান মঞ্জুর ও চেক প্রদান এই চারটি কাজ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র করতে পারে। পাঠকের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে যে প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত তাকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। পাঠাগারের মানোন্নয়নে সত্যিকারের কর্মদক্ষতা দেখাতে হবে। সারা দেশের বেসরকারি পাঠাগার ও সরকারি গ্রন্থাগারের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে সঠিকভাবে কার্যকর করতে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই এগোতে হবে সরকারকে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর